21 AUG 2007

আমলাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচান

মোস্তাফা জব্বার

কথায় আছে, ছিলাম কড়াইতে, এবার পড়লাম সরাসরি আগুনে। বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন এই দশায় পড়েছে। বেগম খালেদা জিয়ার মাস্তানদের হাত থেকে এখন এ প্রতিষ্ঠানগুলো উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় আমলা এবং তাদের আস্থাভাজনদের অনুগ্রহের ওপর ... আছে। ভয়ঙ্কর এই দশা থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কীভাবে উদ্ধার করা যায়, সেটিই হওয়া উচিত এখন ভাবনার বিষয়। কিন্তু শিক্ষাবিদ, সরকার, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা কারও এ বিষয়ে কোন নজর আছে বলে স্মরণ করতে পারছি না। বরং একটি চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পশুত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এটি সবাই জানে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের শেষ সময়ে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর ব্যাপক দলীয়করণ হয়। এর আগের আওয়ামী লীগ আমলেও প্রায় কাছাকাছি অবস্থা ছিল। তখনও সংসদ সদস্যরা নিজে বা তার প্রতিনিধিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতি হতেন। কিন্তু যেহেতু তখন সংসদে বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা বেশি ছিল সেহেতু একতরফা দলীয়করণের বদলে দুই তরফের দলীয়করণ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠনগুলোতে। কিন্তু অবস্থাটি সুস্বাস্থ্যকর ছিল না। তবে খালেদা জিয়ার আমলে এটি সাধারণ রোগ থেকে মহামারীতে রূপ নেয়। বিশেষ করে এসব প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সহ-সভাপতি নিয়োগে সরকারি দলের আমলা, নেতাকর্মী ও অন্যান্যরা সরকারের আনুকূল্য পেয়ে তাদের পদগুলো দখল করতে থাকেন। প্রতিষ্ঠানগুলো তখন হয়ে ওঠে রাজনীতির আখড়া। চারদলীয় জোটের এমপিদের কেউ কেউ ডজন ডজন প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদ দখল করে বসেন। যেখানে তারা নিজেরা সভাপতি/সহ-সভাপতি হননি সেখানেও তাদের মনোনীত ব্যক্তিরাই সেই পদগুলো দখল করেন। এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতিসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে বারবার প্রতিবাদ করা হয়েছে। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার সরকার কোন বিষয়েই কর্ণপাত করেনি। তারা ভিসি বা শিক্ষক নিয়োগের মতোই সভাপতি/সহ-সভাপতি নিয়োগ পাইকারিহারে দলীয়করণ করে। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকার মনোনীত পদগুলোতে চারদলীয় জোটের নেতাকর্মীরা সদলবলে ঠাই পেতে থাকেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পদ লুটপাট থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি এবং অন্যান্য অনিয়মের পাহাড় জমতে থাকে।

সেই অরাজকতা যখন এক চরম পর্যায়ে পৌছায় তখনই বেগম জিয়ার ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু এরপরও ইয়াজউদ্দিনের সরকার খালেদা জিয়ার সরকারের এক্সটেনশন হিসাবে সেসব ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করতে চায়নি। কিন্তু দিনে দিনে অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে ওঠে এবং জনমত এতটাই বিপক্ষে চলে যায় যে, ইয়াজউদ্দিনের সরকার বিগত ১৩ নভেম্বর ২০০৬ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে রাজনৈতিক নেতাদের বদলে আমলাদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিংবডির দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শিম/শা/১১/১৩(আইজিএ)-৩/২০০৩/১৬২০ তারিখ ১৩/১১/২০০৬ মোতাবেক একটি পত্রের বিষয় ছিল, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিংবডির এডহক কমিটিতে সরকারি কর্মকর্তা ও নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন সংক্রান্ত।

সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ আবুল হাসান স্বাক্ষরিত এ পত্রে বলা হয় যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতি-সদস্য বা প্রতিনিধি পদে রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের মনোনয়ন এতদ্বারা বাতিল করা হলো। একই প্রজ্ঞাপনে বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় কমিশনার বা তার প্রতিনিধি, জেলা সদরে জেলা প্রশাসক বা তার প্রতিনিধি এবং উপজেলার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন বলে নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া ওই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেবল সরকারি কর্মকর্তা এবং বেসরকারি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন/নিয়োগ প্রদান করার নির্দেশ দেয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনটি পাঠ করে এটি জানা গেছে যে, সরকার রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সরিয়ে আমলা এবং তথাকথিত নিরপেক্ষও নির্দলীয় ব্যক্তিদের বসানোর নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভায় কি হবে সেই সম্পর্কে কোন বক্তব্য ওই প্রজ্ঞাপনে নেই।

যা হোক সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার বাইরের বাংলাদেশটা অনেক বড়। ফলে ওখানে যা

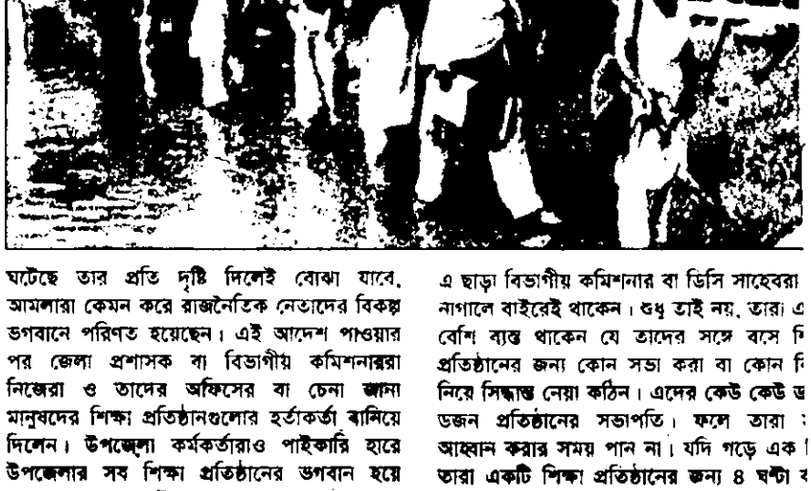

ঘটেছে তার প্রতি দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে, আমলারা কেমন করে রাজনৈতিক নেতাদের বিকল্প ভগবানে পরিণত হয়েছেন। এই আদেশ পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় কমিশনাররা নিজেরা ও তাদের অফিসের বা চেনা জানা মানুষদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হর্তাকর্তা বানিয়ে দিলেন। উপজেলা কর্মকর্তারাও পাইকারি হারে উপজেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভগবান হয়ে গেলেন। দেশের উপজেলাগুলোতে এখন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা মিলিয়ে বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং দাতা দেশের শিক্ষাসচেতন সাধারণ মানুষ। যদিও রাজনৈতিক চাপ ছিল তথাপি স্থানীয় জনগণ প্রায় আগলে রেখে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্ম অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দলীয়করণ থাকলেও প্রায় ক্ষেত্রেই তারা পরবর্তী নির্বাচনে ভোট পাওয়ার জন্য বা সমাজে বাস করতে গিয়ে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য সমাজবদ্ধ মানুষদের কাছে কিছু না কিছু জবাবদিহিতা করত। কিন্তু উপজেলা কর্মকর্তারা তো জনগণের কোন স্তরের কাছেই জবাবদিহিতা করেন না। এখন সংসদ নেই। ফলে সংসদ সদস্যদের কাছে জবাবদিহিতা নেই। উপরন্তু উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বাররা কার্যত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ভয় করে এবং তাদের সমালোচনা করার সাহস রাখে না। নানা কারণে তিনি উপজেলার রাজা। গম-চাল-টিন তো বটেই প্রকল্প পাশ বা সুবিধা বন্টনের ... তিনিই খোদ সরকার। ফলে উপজেলায় তা... খুশি তাই করতে পারেন। তারা কারও কথা শো... না। কারো কথা শোনার ধারও ধারেন না। ... তারা যা বলেন উপজেলায় সেটিই আইন। এ... বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অন্যান্য কর্মচারীরা এ... মহারথীদের সামনে কোন বক্তব্যও পেশ করা... পারেন না-এখন তো নয়ই। কারণ এখনকার অবস্থায় তারা সকল ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন ... কার বিরুদ্ধে কখন মামলা হয়ে যাবেথ- কা... তালিকা কোথায় যাবে সেই ভয়তো প্রধান... রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সম্পন্ন চেয়ারম্যান-মেম্ব... জানেন না। ফলে তারা সর্বদা আতঙ্কিতই থাকে...

এ ছাড়া বিভাগীয় কমিশনার বা ডিসি সাহেবরা নাগালে বাইরেই থাকেন। শুধু তাই নয়, তারা এ... বেশি ব্যস্ত থাকেন যে তাদের সঙ্গে বসে শি... প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন সভা করা বা কোন বি... নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। এদের কেউ কেউ ড... ডজন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ফলে তারা ... আহ্বান করার সময় পান না। যদি গড়ে এক ... তারা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪ ঘণ্টা ... মাসে একবার সময় দেন তবে কারও কারও মাসে ... ১৫টি কার্যদিবসই চলে যায়।

এ জন্য তারা সচরাচর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠা... ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিংবডির কোন সভা ক... না। বরং প্রিন্সিপাল বা হেডমাস্টার সাহেবরা তা... বেতনের কাগজে সই করার জন্য এসব আমলা... নাবহার করেন। এসব আমলাদের হাতে এ... সময়ও থাকে না যে, তারা এসব শিক্ষা প্রতি... দেখতে যেতে পারেন।

কিন্তু তারা পাইকারি হারে তাদের এলাকার... শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতি ও সদস্যদে... বাতিল করে নিজেরা সেই জায়গা দখল করেছে... আমি একটি থানার খবর জানি। যে থানায় ... ডজনের বেশি হাইস্কুল, হাফ ডজন মাদ্রাসা এ... ৩টি কলেজ আছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মক... এখন সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবক'টি... সভাপতি। তিনি নিজে এসব প্রতিষ্ঠানের ম... কেবল থানা সদরে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া ...

...অব...

প্রতিনিধি, সিলেট

সিলেট জেলার শতাধিক ননট্রেনি... অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শি... ধরে মানবেতর জীবনযাপন... ইতোমধ্যে কয়েকজন শিক্ষককে... প্রদান করা হলেও সিলেট ... শিক্ষককে পেনশন ভাতা, টাইমস্কেল, পেনশন ও আনুতো... দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ ... ১৯৭৩ সালের প্রাথমিক বিদ্যা... অধ্যাদেশ ১৯৩-এর ২১নং ... করে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় ও... চাকরি আত্মীকরণ করা হয়। ... ননট্রেইন্ড শিক্ষক-শিক্ষিকারও ... সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছি...

নাম বিভ্রাটে ... গেলেন আ... ঠিকাদার

প্রতিনিধি, বান্দরবান

পাহাড় কেটেছেন 'মাঝি' ... ঠিকাদার : এমন ঘটনা ঘটেছে বান্দরবানে। এ ঘটনায় মামলা ঠিকাদারের বিরুদ্ধে।

বান্দরবান শহরের হাকেমযো... ঠিকাদার আলম জানিয়েছে, ... কাটার বিরুদ্ধে কড়াকড়ি ... পুলিশ পাহাড় কাটা বন্ধে অভিয... কিন্তু কালাঘাটা এলাকায় তা... কিংবা ঠিকাদারি কাজে মা... এলাকার একটি পাহাড় কাটার ... গেছেন তিনি। তার অভিযো... আলম মাঝি নামে এক ... কেটেছে তার নামের সঙ্গে ... পুলিশ ওই এলাকার পাহাড় ক... তাকে জড়িয়ে দিয়েছে। এতে ... শিকার হচ্ছে আলম ঠিকাদার ... কারে কালাঘাটার পাহাড় কাটার ... ব্যক্তি রেহাই দেয়ার জন্য ... প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে...

বাসচাপায় স্কুলছাত্র...

প্রতিনিধি, সিলেট

সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের ... রুবেল আহমদ (৯) ... শিমুলী সরকারি প্রাথমিক ...

৩ শিশুর মৃত্যু

প্রতিনিধি, নাগেশ্বরী (কুড়ি...

নাগেশ্বরীতে বন্যার পানিতে ... (২), ময়না খাতুন (২) ও ...

ফেনসিডিলসহ আট...

প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ (...

উপজেলার বাদ্যমাসিমপুরে ... উদ্ধারসহ দু'জনকে গ্রেফতার...